227726 - যে ব্যক্তি কসমের ওয়াজিব কাফ্ফারা অনাদায় রেখে মারা গেলে

প্রশ্ন

যদি কেউ কসমের ওয়াজিব কাফ্ফারা অনাদায় রেখে মারা যায় তাহলে তার নিকটাত্মীয়দের কী করণীয়?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

যদি কোন মুসলিম কসমের ওয়াজিব কাফ্ফারা অনাদায় রেখে মারা যায় তাহলে তার অভিভাবকদের (ওয়ারিশদের) উপর ওয়াজিব পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করার আগে কাফ্ফারা আদায় করা। কসমের কাফ্ফারা হচ্ছে: একটি গোলাম আযাদ করা কিংবা দশজন মিসকীনকে খাদ্য দান কিংবা তাদেরকে পোশাক দান। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে 45676 নং প্রশ্নোত্তরটি দেখুন।

তবে খরচ যেটাতে সবচেয়ে কম হয় সেটার মাধ্যমে কাফ্ফারা আদায় করা বাঞ্ছনীয় (বর্তমানে সেটা হচ্ছে খাদ্যদান)। যেহেতু এখন পরিত্যক্ত সম্পত্তির সাথে ওয়ারিশদের হক সম্পৃক্ত হয়ে গেছে। যদি কাফ্ফারা আদায়ে বেশি খরচ হয় এতে ওয়ারিশরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তবে তারা যদি সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতিতে কাফ্ফারা পরিশোধ করতে চায় তাহলে এক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত তাদেরই।

'মুগনি মুহতাজ' কিতাবে (৬/১৯২) বলেন:

"কেউ যদি কাফ্ফারা অনাদায় রেখে মারা যান তখন ওয়াজিব হল তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি থেকে নিম্নতম মূল্যের শ্রেণী দিয়ে কাফ্ফারাটা আদায় করা।"[সমাপ্ত]

আর যদি মৃতব্যক্তি গরীব হয় এবং কোন সম্পদ রেখে না যায় তাহলে তার দায়িত্বে ওয়াজিব হওয়া কাফ্ফারা হচ্ছে তিনদিন রোযা রাখা। সেক্ষেত্রে মৃতের অভিভাবকের জন্য তার পক্ষ থেকে রোযা রাখা মুস্তাহাব। অভিভাবক রোযা রাখার স্থানে প্রতিদিনের বদলে একজন মিসকীনকে খাওয়াতে পারেন।

স্থায়ী কমিটির আলেমগণকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

এক ব্যক্তি মারা গেছেন। তার উপর রমযানের দশটি রোযার কাযা পালন বাকী আছে। সে ব্যক্তি শাওয়াল মাসে সুস্থ হয়েছিল। কিন্তু তিনি কাযা পালনে অবহেলা করেছেন। মৃতব্যক্তির অভিভাবক কি তার পক্ষ থেকে রোযাগুলো রাখবে; নাকি

অভভিাবকরে রোযা রাখাটা শুধু মানতরে রোযা ও কাফ্ফারার রোযার সাথে খাস?

জবাবে তারা বলনে: তনিি যে রোযাগুলো ভঙ্গেছেনে তার অভভিাবকরে সে দনিগুলোর রোযা রাখা শরয়িতসম্মত। দললি হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: "যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মারা যায় তার উপর কছিু রোযা পালন বাকী আছে তার পক্ষ থকেে তার অভভিাবক রোযাগুলো পালন করবে"। এ হাদসিটি আম (সাধারণ)। সঠকি মতানুযায়ী এর বধিান রমযানরে রোযা, মানতরে রোযা, কাফ্ফারার রোযা সব রোযাকে শামলি করবে।[ফাতাওয়াল লাজনাদ দায়মিা (৯/২৬৩) থকেে সমাপ্ত]

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া বলনে:

"ভুলক্রমে হত্যার ক্ষত্রেে কাফ্ফারা ওয়াজবি হয়...। আর যদি কোন লোকরে উপর কাফ্ফারা ওয়াজবি হয় কন্তিু সে কাফ্ফারা অনাদায় রখেে মারা যায় তখন তার অভভিাবক তার পক্ষ থকেে ষাটজন মসিকীনকে খাওয়াবে। এটি হচ্ছে রোযার প্রতস্থিাপন; যা পালন করতে তার শক্তি অপারগ হয়ছে। যদি রমযানরে রোযার জন্য তার পক্ষ থকেে মসিকীন খাওয়ানো যায় তাহলে কাফ্ফারা ক্ষত্রেে খাওয়ানো আরও বশেি যুক্তযিুক্ত।"[মাজমুউল ফাতাওয়া (২৪/১৭০) থকেে সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল্লাহ্ আত্ তাইয়্যার (হাফযিাহুল্লাহ্) বলনে:

"যে ব্যক্তি তার কসমরে কাফ্ফারা অনাদায় রখেে মারা যান তার পক্ষ থকেে তার অভভিাবক কি কসমরে কাফ্ফারা পরশিোধ করবে?

জবাব: এ হুকুমরে ক্ষত্রেে আলমেগণ মতবরিোধ করছেনে। সঠকি অভমিত হচ্ছে (আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ) তার অভভিাবকরে উপর আবশ্যক তার সম্পদ থকেে কাফ্ফারা পরশিোধ করা। যদি মৃতব্যক্তরি সম্পদ থাকে তাহলে অভভিাবকরে উপর ওয়াজবি তার পক্ষ থকেে মসিকীন খাওয়ানো কংিবা বস্ত্রদান করা কংিবা গোলাম আযাদ করার মাধ্যমে কাফ্ফারা পরশিোধ করা। আর যদি তার কোন সম্পদ না থাকে তাহলে আলমেদরে সঠকি মতানুযায়ী তার পক্ষ থকেে তার অভভিাবক কংিবা অন্য কউে রোযা রাখবে। তবে রোযা রাখা কি ওয়াজবি; নাকি মুস্তাহাব? এটি আলমেদরে মাঝে মতবরিোধপূর্ণ।"[সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।